তারিখ 21 FEB 1987
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... 3

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ... ডকুমেন্টেশন সেল

বইমেলার নানা দিক

বই কেনা জনপ্রিয় হচ্ছে। মানুষের মন একটু, একটু করে বইয়ের দিকে ঝুঁকছে। কথাটি বাড়িয়ে বলা নয়। সাম্প্রতিককালের দু দুটো বইমেলার দিকে তাকিয়ে একথা জোর দিয়েই বলা যায়। প্রথমটি হয়েছিল জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের উদ্যোগে, গত জানুয়ারীতে। অন্যটি আয়োজিত একুশে উপলক্ষে বাংলা একাডেমী চত্বরে। মেলা দুটোতেই যে ভিড় হয়েছে, তা বইয়ের জগতে সংশ্লিষ্টদের আশান্বিত করেছে।

বইয়ের জগতে সংশ্লিষ্টদেরই বা কেন, সকলকেই। বই তো কেবলমাত্র লেখক, প্রকাশক ও বইয়ের কারবারীর সম্পদ নয়। বই সকলের। যে যেখানে আছেন, সকলের। এর কারণ পরিষ্কার। বই ভালোবাসার যে ফলাফল, তা শুভ। এই কল্যাণ শুধু ব্যক্তিকে স্পর্শ করে না—উদ্ভাসিত করে জাতিকে। এ কারণেই বইয়ের মেলায় জনসমাগম সকলের জন্য সমান আনন্দের।

প্রশ্ন উঠতে পারে, ক জনে আর বই কেনেন? বেশির ভাগই তো বই নেড়েচেড়ে রেখে দেন। অনেকে শুধু চোখ বুলিয়ে যান। অনেকে স্টলে ঢোকেন না—বাইরে শোভা দেখেন।

এর জবাবে বলা যায়, এও ভালো লক্ষণ। আনন্দ আহরণের জন্য তাসের আড্ডায় না গিয়ে অথবা ভিসিআর-এ রমা রমা ছবি না দেখে কিংবা অবকাশের সময়টা পরচর্চায় উৎসর্গ না করে বইয়ের মেলায় হাজির হওয়া অবশ্যই উত্তম। বলা যায়, ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত অভ্যাস হিসাবে এ হচ্ছে কয়েক ধাপ উত্তরণ।

মাত্র দুদিন আগে টিভি রিপোর্টে মেলায় আগত দর্শকদের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার সম্প্রচারিত হয়েছে। সব বয়সের সব ধরনের দর্শকদেরই নানা প্রশ্ন করা হয়েছে—সে সঙ্গে ছিলেন প্রকাশক ও লেখকও। সকলের প্রতি একটি প্রশ্ন কমন ছিল 'মেলায় কেন আসেন'? প্রত্যেকের কাছ থেকেই খোলামেলা জবাব মিলেছে। অনেক তরুণ বলেছেন, 'আমি এখানে আসি ভালো লাগে বলে। আমি যে বই খুব একটা পড়ি তা নয়, কিন্তু এখানে অফিস শেষে এ কদিন নিয়মিত এসে বইয়ের দিকে টান যেন বাড়ছে।' কয়েকজন বলেছেন এখানে এসে আনন্দ পাচ্ছি। কোলাহল নেই, চিৎকার নেই, ছিমছাম পরিবেশ। 'পরিচ্ছন্ন মেলা, বর্ণালি বই, সত্যি এতো ভালো জায়গা আর হয় না। এক জন জানিয়েছেন আমি এখানে কাউকে চিনি না। কিন্তু এতো বইয়ের মধ্যে নিজেকে একা মনে হয় না। কেউ কেউ বলেছেন, ট্যাকের পয়সা খরচা করে এ-প্রান্ত ও-প্রান্ত বই খোঁজা হয় না। এখানে এলে একসঙ্গে অনেক বইয়ের চেহারা দেখা যায়। অনেক পাঠক বলেছেন, আমরা দলবদ্ধ হয়ে আসি। ভালোলাগা বই ভাগাভাগি করে কিনি। তারপর বিনিময়ে পড়ি। আরও কিছু পাঠক বলেছেন, দুনিয়ার সব জিনিসের খবর তো পাই কখন কোথায় কি বের হয়, কিন্তু বইয়ের বিজ্ঞাপন তো কেউ তেমন দেয় না, তাই এখানে এসে সে খোঁজ নিই। এক কিশোর পাঠক বলেছেন, মেলায় এলে আমার প্রিয় লেখকদের দেখতে পাই। কলেজের কিছু ছাত্র জানিয়েছেন, মেলায় বই তুলনা করতে সুবিধে হয়। অনেক বই তো, ইচ্ছে মতো বাছা যায়? এক লাজুক চাকুরে জানিয়েছেন বাজেটের মধ্যে বই কিনতে গেলে বইমেলা চমৎকার; খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা যায়।

লেখকদের কেউ কেউ জানিয়েছেন, মেলায় আসি প্রথমত আনন্দ পাই বলে। বইয়ের পরিবেশই আলাদা। দ্বিতীয়ত নিজের বই কেমন কাটছে, চোরা-চোখে দেখতে মজাই লাগে। প্রকাশকেরা অনেকে জানিয়েছেন, বইমেলা জমজমাট দেখলে মনে আশা জাগে; তাই বলতে পারেন, যতোক্ষণ পারি, থেকেই যাই মেলাতে।

এসব আলোচনা থেকে বোঝা যায়, বইমেলার আবেদন একেকজনের কাছে একেক রকম, তবে একটি জায়গায় সবাই এক—তা হচ্ছে—আনন্দ আহরণ। মনে হয়—এই আনন্দটুকুই বইমেলার সার্থকতা ও ভবিষ্যতের পুঁজি। দেখা গেছে, উদ্দেশ্য নিয়ে সকলে আসছেন না। সকলেরই লক্ষ্য ক্রয়-বিক্রয় নয়; উদ্দেশ্যহীন এই আগমন-নির্গমনের মধ্যে যে উদ্দেশ্যটুকু প্রচ্ছন্ন তাকেই এ মুহূর্তে বড় করে দেখতে হয়।

হিসাব-নিকাশ করে বলা যায়, বইমেলা সফল। বিকিকিনির খতিয়ানদৃষ্টে একথা হচ্ছে না, অথবা অতীতের রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে কি যায়নি, সেই নিরিখেও না। এখানে দৃষ্টিকোণ একটিই—বই আকর্ষণে আসছে। এই ইতিবাচক দিকের সঙ্গে নেতিবাচক দিকটিও গণ্য করা চলে, তা হচ্ছে—বই অন্য সস্তা অভ্যাসের গ্রাস থেকে মানুষকে ফিরিয়ে আনছে।

আসলে বইকে একবার ভালোবাসতে পারলে মনের ভেতরে যে মন তার অনেক পরিবর্তন ঘটানো যায়। এটা মিথ্যে নয়, বই জাগতিক কুশিতা অনেকটা ভুলিয়ে দেয়। এও মিথ্যে নয়, বই চিত্তের প্রসার ঘটায়। এ কারণেই বইমেলার জুড়ি নেই।

এখন অনেক জিজ্ঞাসা জাগে, কান টানলে মাথা আসার মত। বইমেলা কি বছরে একবার কি দুবার করলেই ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে? মাত্র এই রাজধানীতে? দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে হিসেব থেকে বাদ দিয়ে মহানগরীর একটি ক্ষুদ্র অংশকে নিয়ে? জবাব প্রাঞ্জল। কালে-ভদ্রে বা বছরের আবর্তনে একবার মেলা যেমন কার্যকর ফলদায়ক হবে না—ঠিক তেমনি হতে পারে না শুধু নগরকেন্দ্রিক মেলার আয়োজনেও। একথাই বলেছেন সেদিন টিভি সাক্ষাৎকারে দেশের খ্যাতিমান প্রকাশক শ্রী ... সাহা। জানিয়েছেন তিনি, বই-এর স্বার্থে বইমেলার প্রয়োজন আছে এবং তা বারে বারে আর অবশ্যই তা সারা দেশ জুড়ে। মেলার আয়োজনে পয়সা লাগে। তাই এজন্য সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা জরুরি হয়ে পড়ে গেছে। তাঁর কাছেই শোনা গেল, আগে আগে যৎসামান্য হলেও সরকারী অনুদান মেলার জন্য মিলেছে, ক্রমে তা উবেই গেছে। তাঁর মতে দেশজুড়ে এমনি বইয়ের মেলা একদিকে বইয়ের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করবে, অন্যদিকে সহায়ক হবে বই কাটতিতে, বিপণনে।

একই মত দিয়েছেন দেশের অন্যতম অভিজ্ঞ প্রকাশক জনাব মহীউদ্দীন আহমদ। প্রকাশনা শিল্পের ব্যাপ্তিতে বইমেলা বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে। অন্যান্য তরুণ নতুন প্রকাশকেরাও বলেছেন, বইমেলা বইয়ের লেখা থেকে আরম্ভ করে বাজারজাতকরণ পর্যন্ত প্রতিটি ব্যাপারে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দু-ধরনের অবদানই রাখতে পারে।

লেখক, প্রকাশক, পাঠক, দর্শক—সকলেই যখন বইমেলার পক্ষে অনুকূল মত প্রকাশ করছেন, তাহলে বিষয়টিকে হালকা করে দেখার অবকাশ নেই। বইমেলা শুধু বই-প্রদর্শনী তথা বিজ্ঞপ্তির কাজই করে না—বইয়ের প্রতি নানাভাবে উৎসাহের সঞ্চার করে। এই উৎসাহ ক্রমে সৃষ্টি করে পাঠাভ্যাস। এমন ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী ফলাফল যার, সেই বইমেলা সম্পর্কে সকলেরই ভাবনা-চিন্তা করা দরকার। একে 'মওসুমী' হিসাবে কোণঠাসা করে না রেখে একে কী করে বছর ভরে জিইয়ে রাখা যায়, তার উদ্যোগ আয়োজন হবে যথার্থই কল্যাণকর।

বইমেলার সবচেয়ে বড় লাভের দিক হতে পারে প্রকাশনা শিল্পের প্রতি সংশ্লিষ্টদের মনোযোগ। দুঃখ করেছেন অনেক প্রকাশক, প্রকাশনা শিল্প এখানে এখনো শিল্পের মর্যাদা পায়নি। নিতান্ত ভাবেই লেখক প্রকাশকের ব্যক্তিগত মূলধনে এ শিল্প এ পর্যন্ত টিকে আছে। এ ব্যাপারেও সরকারী অনুদান অত্যাবশ্যক বলে তাঁরা মত দিয়েছেন। সাদা কাগজের দামে স্থিতির অভাব এবং তার ক্রমঊর্ধ্বগতি প্রকাশনা-শিল্পকে পঙ্গু করে তুলছে। মুদ্রণের অপরিহার্য উপকরণেরও মূল্য বৃদ্ধি এ শিল্পের প্রসারে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে।

আরও একটি দিক আছে—যা উল্লেখের দাবী রাখে। তা হচ্ছে লেখক, প্রকাশক ও পরিবেশকের সুসম্পর্ক। এর প্রতি সেদিন সাক্ষাৎকারে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যশস্বী কথাশিল্পী রাহাত খান। বলেছেন 'আমাদের পরস্পরকে ঠোকার কাজটি বন্ধ হতে পারে যদি প্রকাশনা শিল্প সমৃদ্ধ ও সুসমন্বিত হয়। জানা কথা, সংকটই বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে।'

মনে হয় মেঘ কাটছে। আজ বই দেখতে লোক যেমন যাচ্ছে, তেমনি বইয়ের প্রদর্শনীও হচ্ছে এবং এই প্রদর্শনীর চাহিদাও বাড়ছে। যা একদিন অকল্পনীয় ছিল, তাই আজ সত্য। এ কারণেই আজও যা বাস্তবায়িত হতে পারেনি, তাই অচিরে বাস্তব হয়ে ধরা দেবে—এ আশাবাদ করা যায় স্বচ্ছন্দে।

—হোসনে আরা শাহেদ